সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৩
WEEKLY BOOKLET:213

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমীরে আহলে সুন্নাতের

নিকট উপস্থাপিত শিশুদের সম্পর্কে প্রশ্নাবলী

- দ্বীনি পরিবেশে জন্মদিন উদযাপনের পদ্ধতি
- শিশুদের নিরাপত্তার ওযীফা
- মুখের তোতলামী দূর করার ওযীফা
- সন্তানের জিন দূর করার রূহানী চিকিৎসা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী এবং এর উত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট উপস্থাপিত শিশুদের সম্পর্কে প্রশ্নাবলী

জা'নিশানে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট উপস্থাপিত শিশুদের সম্পর্কে প্রশ্নাবলী" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করে দ্বীনি মাসআলার উপর আমল করার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করবেন।

(আল কামিলু লিইবনে আ'দী, ৫/৫০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জন্মদিন কিভাবে পালন করা উচিৎ?

প্রশ্ন: আপনার রযায়ী (দুধের সম্পর্কের আত্মীয়) নাতি হাসান রযা আত্তারী বিন আলী রযা এর বয়স مَاشَآءَاللّٰه ১৩ জমাদিউল আউয়ালা ১৪৪০ হিজরীতে তিন বছর পূর্ণ হলো। এই উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো, যাতে কেক কাটা হয়নি আর এরূপ অন্য কোন কাজও করা হয়নি বরং নাত পরিবেশন করা ও নিয়াযের (খাবারের) আয়োজন করা হয়েছিলো। এটা বলুন: আমরা কি এমন অবস্থায়ও সাওয়াব অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে পারি? তাছাড়া শিশুদের জন্মদিন কিভাবে উদযাপন করা উচিৎ?

উত্তর: سُبْحٰنَ اللّٰه! যেভাবে হাসান রযার জন্মদিন অর্থাৎ Birth Day উদযাপন করা হয়েছে, তা খুবই বরকতময় ছিলো, কেননা যেই জায়গায় এই আয়োজন হয়েছিলো সেই জায়গায় **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির হচ্ছিলো এবং দোয়া করা হচ্ছিলো আর এমন অবস্থায় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমনটি হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: নেককারদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নং ১০৭৫০) আর যখন **নেককারদের সর্দার রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর কল্যাণময় যিকির হবে এবং **তাঁর** নাত পাঠ করা হবে, সেখানে কি রহমত অবতীর্ণ হবে না? অতঃপর যখন রহমত অবতীর্ণ হবে তখন যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে তারা কি রহমতের বর্ষনে গোসল করবে না? আর যখন এসব লোকেরা এই রহমতের বর্ষণে গোসল করবে তখন যার জন্মদিন পালন করা হচ্ছে সেই মাদানী ফুলও সেখানে বিদ্যমান থাকবে তবে কি রহমতের ফোঁটা সেই ফুলের উপর পড়বে না? আর যার উপর রহমত অবতীর্ণ হবে তার কি বরকত অর্জিত হবে না? নিঃসন্দেহে এই মাহফিল থেকে দোয়াও পাবে এবং বরকতও অর্জিত হবে। জন্মদিন ইত্যাদির সময় এই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান ও মাহফিলের আয়োজন করতে থাকা উচিৎ। তবে যখনই নাত মাহফিলের আয়োজন করবে তখন একজন মুবাল্লিগকে অবশ্যই ডাকুন, যিনি সুন্নাতে ভরা বয়ান করবেন, মাদানী ফুল প্রদান করবে ও সংশোধনের কোন বিষয় জানাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের এখানে দোয়ার রীতি রয়েছে, যাতে শিশুরা দোয়া ও এর ফলাফলও পায় আর আখিরাতেও এর অংশ থাকে।

শিশুদের উপর বুযুর্গানে দ্বীনের শুভদৃষ্টির উপকারীতা

কুরআনে পাকে দোয়া কবুলের সুসংবাদ রয়েছে: (اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ) (পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত ৬০) **কানযুল ঈমান**

www.dawateislami.net

থেকে অনুবাদঃ "আমার নিকট দোয়া করো আমি কবুল করবো।" যে শিশুরা নেককার হয়, ইলমে দ্বীন দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং দ্বীনে মতীনের খেদমত করে থাকে, হয়তো (বাল্যকালে) তারা দোয়া পেয়েছে আর এই দোয়ার প্রভাবের কারণে সে এত বড় মর্যাদা অর্জন করেছে! যদিও তা কেউ জানে না যে, আমার হকে কার দোয়া কবুল হয়েছে। পূর্বেকার লোকেরা নিজের সন্তানদের বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দরবারে নিতেন, তাদের জন্য দোয়া করাতেন, নিজের সন্তানের উপর তাঁদের শুভদৃষ্টি লাভের ব্যবস্থা করাতেন এবং তাঁদের দ্বারা ফুঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করাতেন। যখন আমার জন্য নিরাপত্তার সমস্যা ছিলো না এবং আমার মসজিদে নামায পড়তে যাওয়ার ধারাবাহিকতা ছিলো তখন আমি প্রায় দেখেছি যে, বড় ছেলেরা ছোট্ট শিশুদের কোলে নিয়ে বা পাত্রে পানি নিয়ে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো, যাতে যেই নামাযীই আসতো সেই শিশু বা পানিতে ফুঁক দেওয়াতে থাকতো। এখনো হয়তো এরূপ হয়, এটা একটি উত্তম ও নেক কাজ, এরূপ করাতে **আল্লাহ পাকের** রহমত অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে আর অশেষ বরকতও লাভ হয়। যাইহোক আমাদের সবাইকে বর্ণনাকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী নিজের সন্তানদের জন্মদিন উদযাপন করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

দ্বীনি পরিবেশে জন্মদিন উদযাপনের পদ্ধতি

প্রশ্নঃ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে শিশুদের জন্মদিন উদযাপনের পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ আমাদের দ্বীনি পরিবেশে জন্মদিন উদযাপনের পদ্ধতি হলো, নাত মাহফিলের আয়োজন করা। অতঃপর খাবারের আয়োজন করে তা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, গাউছে পাক ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দরবারে ফাতিহা দেয়া। অন্যথায় তো সাধারণত জন্মদিন পালনে কেক কাটা, মোমবাতি জ্বালানো অতঃপর নিভানো এবং مَعَاذَ الله বেলুন ফাটানো হয়ে থাকে অথচ বেলুন ফাটানো জায়িয নেই, কেননা তা সম্পদ অপচয় করা। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে এই পদ্ধতি নেই। যদি কেউ এভাবে করে তবে তার ব্যাপারে এরূপ বলা যাবে না যে, সে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা। দ্বীনি পরিবেশে জন্মদিন পালনের যে পদ্ধতি রয়েছে, যেকোন বিবেকবান ব্যক্তি একে ভুল পদ্ধতি বলবে না। তবে হ্যাঁ! একে সুন্নাতে ভরা বলবেন না। অনুরূপভাবে যদি আপনিও আপনার সন্তানের জন্মদিন পালন করেন তবে এই বাহানায় কিছু আত্মীয় স্বজনকে জড়ো করে নিন এবং গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফাতিহা করে নিন। কোন নেককার লোক

www.dawateislami.net

যেমন; মসজিদের ইমাম সাহেব, কোন আলিম সাহেব বা কোন মুবাল্লিগকে ডেকে সন্তানের জন্য দোয়া করান, اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবে ভান্ডার অর্জিত হবে।

দিনদিন বয়স বাড়ছে নাকি কমছে?

প্রশ্ন: জন্মদিনের সময় বলা হয়: 'সন্তান আরো এক বছর বড় হয়ে গেলো' আসলেই কি সন্তানের বয়স বাড়লো আর এমন পরিস্থিতিতে এরূপ বাক্য ব্যবহারে কোন সমস্যা তো নেই?

উত্তর: বর্তমানে জন্মদিনের সময় লোকেরা বলে: "সন্তান এত বছরের হয়ে গেছে, আসলে সে বড় হয়নি বরং ছোট হয়ে গেছে। যেমন; **আল্লাহ পাকের** জ্ঞানে রয়েছে হাসান রযার বয়স ৯২ বছর আর এখন সে তিন বছর অতিবাহিত করে নিয়েছে তো এটা প্রকাশ্যভাবে বড় হলো, এটাকে বড় বলাতে কোন সমস্যাও নেই কিন্তু আসলে সে আর ৮৯ বছরের হয়ে গেলো অর্থাৎ সে তিন বছর ছোট হয়ে গেলো। জন্মদিনের সময় এভাবেও শিক্ষা অর্জন করা যেতে পারে। বর্তমানে বৃদ্ধ লোকেরাও নিজের জন্মদিন পালন করে থাকে আর খুশি হয়ে থাকে অথচ বার্ধক্য ও খুশি এই দু'টি পরস্পরবিরোধী বিষয়। বৃদ্ধ যদি মুচকিও হাসে তবে এর পেছনে দুঃখের এক পৃথিবী থাকে, যদি সে হাসে তবে এর

www.dawateislami.net

পেছনে বিরহের তুফান হয়ে থাকে কিন্তু এসব ঐ সকল বৃদ্ধের হয়ে থাকে যারা সংবেদনশীল স্বভাবের হয়ে থাকে, যাদের দৃষ্টি নিজের মৃত্যুর দিকেই থাকে আর তারা খোদাভীতি সম্পন্ন হয়। যেসকল বৃদ্ধ লোক উদাসীন হয়ে থাকে এরূপ বৃদ্ধ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ঐ বৃদ্ধদের কথা বলছি যারা আমার এই কথা বুঝছে এবং তাদের এই কথার উপলব্দিও থাকে।

জন্মদিনে বেলুন ফাটানো ও কেক কাটা কেমন?

প্রশ্নঃ জন্মদিনে বেলুন ফাটানো ও কেক কাটা কেমন?

উত্তরঃ বর্তমানে তো জন্মদিনের সময় মানুষের এমনই অবস্থা যে, উচ্চ আওয়াজে অট্টহাসি দেয়া, জোরে জোরে Happy Birth Day বলতে বলতে বেলনু ফাটাতে থাকে, অথচ বেলুন ফাটানো অপচয় ও অহেতুক একটি বিষয়, এতে সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে। শুধু বেলুন লাগানো নাজায়িয নয় বরং তা ফাটিয়ে নষ্ট করে দেয়া অপচয়, অতএব এরূপ রীতিনীতি শুরুই না করা যাতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা জন্মদিনের সময় না তো বেলুন ঝুলাই এবং না তো কেক কাটি, কেননা আমার এটা পছন্দ নয়। আমার জন্মদিন অর্থাৎ Birth Day ২৬ রমযানুল মুবারকে ইসলামী ভাইয়েরা পালন

www.dawateislami.net

করে থাকে কিন্তু আমি জানি যে, এতে আমার আনন্দ হয় নাকি অন্য কিছু হয়? "**মান আ'নম কেহ মান দা'নম** অর্থাৎ আমি নিজের ব্যাপারে জানি যে, আমি কি?" এতে অনেক ইসলামী ভাই কেক কাটে, এই কেক আমিও পেয়েছি কিন্তু আমি এরূপ ব্যক্তিদের প্রতিবার বুঝাই যে, এইবার কেক কেটেছো কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ করবে না। আমি এই কাজটিকে প্রচলিত রীতি বানাতে চাইনা, কেননা জন্মদিনের সাধারণ অনুষ্ঠানে যখন কেক কাটা হয় তখন তালি বাজানো হয়, Happy Birth Day বলতে বলতে গলা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং প্রচুর অট্টহাসি দিয়ে থাকে। এটা জানি না যে, এতে কয়টি সুন্নাত বর্জিত হচ্ছে, অতঃপর এতে সবচেয়ে বেশি নারী পুরুষ বেপর্দা হয়ে মেলামেশা এবং পাশাপাশি তালি বাজানো হয়ে থাকে, আর "নারী পুরুষ বেপর্দা হয়ে মেলামেশা করা এবং তালি বাজানো হারাম।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/১১, ১৬তম অধ্যায়) অতএব কেক কাটা ও তালি বাজানো ব্যতীত নাত মাহফিলের আয়োজন করুন, যদি নাতখানিতে কারো মন না-ও বসে তবে সে তালি বাজানো এবং এরূপ অন্যান্য গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। তার কানে নাতে **মুস্তফার** সূধা মিশ্রিত হয়ে পতিত হতে থাকবে, এভাবে কিছু তো অন্তরে

www.dawateislami.net

নেমে যাবে, এর বরকত অর্জিত হবে এবং اِنْ شَآءَ الله রহমতের বড় অংশ হাতে আসবে।

ওলামা ও সালেহীনদের দরবারে শিশুদের নিয়ে যাওয়া উপকারী হয়ে থাকে

প্রশ্নঃ ইমামুল হারামাইন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ জুয়ায়নী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উস্তাদ ছিলেন, তাঁকে দেখেই হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন, তিনি বলেন: আমি যেই মর্যাদা পেয়েছি, এর প্রকাশ্য কারণ হলো যে, আমার পিতা আমাকে ওলামা ও সালেহীনদের দরবারে নিয়ে যেতেন এবং তাঁদেরকে দিয়ে আমার জন্য দোয়া করাতেন। এটা বলুন যে, ওলামা ও সালেহীনদের দরবারে কি এখনো শিশুদের নিয়ে যাওয়া এবং তাঁদেরকে দিয়ে শিশুদের জন্য দোয়া করানো উপকারী হবে? (মুফতী সাহেবের প্রশ্ন)

উত্তরঃ ওলামা ও সালেহীনদের দরবারে শিশুদের নিয়ে যাওয়া নিশ্চয় উপকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেকোন নেককার লোককে দিয়ে শিশুদের প্রতি শুভদৃষ্টি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং তাঁদেরকে দিয়ে তার জন্য দোয়া করানো

www.dawateislami.net

যাবে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**, ২২তম খন্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় কিছুটা এভাবে লিখেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মীনা শরীফে বিদ্যমান মসজিদে খাইফ শরীফের সারিতে আসা যাওয়া করছিলেন। কেউ আরয করলো: আপনি এরূপ করছেন কেন? বললেন: আমি এই কারণেই এরূপ করছি যে, **আল্লাহ পাকে**র কিছু নেককার বান্দা এমন রয়েছে যে, যখন তাঁদের দৃষ্টি কোন কিছুর উপর পড়ে যায় তখন তাতে সর্বদার জন্য সৌভাগ্য প্রদান করে দেন।[১]

মনে রাখবেন! কোন খেলোয়াড়, সিনেমার অভিনেতা এবং ডান্সারের সাথে নিজের সন্তানদের সাক্ষাত করানো সৌভাগ্যের বিষয় নয় বরং ধ্বংসাত্মক কাজ। যদি কোন ব্যক্তি নেকীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ নয় কিন্তু সে নামাযী, দাঁড়ি বিশিষ্ট,

---

১.. হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মীনা দিবসে মসজিদে খাইফ শরীফে সারিতে আসা যাওয়া করছিলেন। কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন: لِلّٰهِ عِبَادٌ اِذَا نَظَرُوْا اِلٰى شَخْصٍ اَكْسَبُوْهُ سَعَادَةَ الْاَبَدِ فَاَنَا اَطْلُبُ ذٰلِكَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র কিছু বান্দা এমন রয়েছে যে, যখন তাঁদের দৃষ্টি কোন ব্যক্তির উপর পড়ে যায়, তখন তাকে সর্বদার জন্য সৌভাগ্য প্রদান করে দেন, আমি সেই দৃষ্টির খুঁজে আসা যাওয়া করছি। **(আত তায়সীর শরহে জামে সগীর, ১/৪৮৫)**

www.dawateislami.net

পাগড়ী শরীফ সাজায় বা টুপি পরিধান করে তবে তাকে দেখে সাধারণত অনুমান হয়ে যায়, আর এরূপ যদি কোন নেককার বান্দা হয় তবে তার নিকট নিজের সন্তানকে শুভদৃষ্টি প্রদানের জন্য নিয়ে যান, দম না ফুঁক না দেওয়ালেও শুধু তার সামনে সন্তানকে দাঁড় করিয়ে দিন বা তার হাতে দিয়ে দিন তবে তার শুভদৃষ্টি পড়ে যাবে এবং তিনি সন্তানকে কোলে নিয়ে যদি চুমু দেন তবে তো মদীনা মদীনা হয়ে যাবে।

মুখের তোৎলামী দূর করার ওযীফা

প্রশ্নঃ যার কথা আটকে যায়, তার জন্য রূহানী ওযীফা প্রদান করে দিন। (শারজা থেকে প্রশ্ন)

উত্তরঃ প্রত্যেক নামাযের পর সাতবার এই চারটি আয়াত পাঠ করুন, যদি সাতবার পাঠ করতে না পারেন তবে একবার হলেও পাঠ করে নিন:

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ﴿۲۵﴾
وَیَسِّرْ لِیْۤ اَمْرِیْ ﴿۲۶﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِیْ ﴿۲۷﴾ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ ﴿۲۸﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্ব-হা, আয়াত ২৫-২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমার **প্রতিপালক**! আমার জন্য আমার বক্ষ খুলে দাও ও আমার জন্য আমার কর্ম সহজ করে দাও! আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে সে আমার কথা বুঝতে পারে।

www.dawateislami.net

প্রথম আয়াতের শুরুতে "رَبِّ" শব্দটি রয়েছে, ওযীফা পাঠ করার সময় এই শব্দটি পাঠ করবেন না। যদি পাঠ করা হয় তবে তা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উক্তির ঘটনা হয়ে যাবে, কেননা এটা তাঁর দোয়া ছিলো। তিনি শিশুকালে মুখে জ্বলন্ত কয়লা রেখেছিলেন, যার কারণে জিহ্বা শরীফে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। যদি শিশু তোৎলায় এবং সে নিজে এই আয়াত পাঠ করতে না পারে তবে মা বাবা বা বিশুদ্ধভাবে কুরআনে পাক পাঠ করতে পারে এমন কেউ পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিবে, **আল্লাহ পাক** তার মুখের গিঁট খুলে দিবেন।

অপহরন থেকে নিরাপত্তার সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা ও ওযীফা

প্রশ্নঃ বর্তমানে শিশুরা অনেক বেশি অপহৃত হচ্ছে, অতএব এ ব্যাপারে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা ও ওযীফা বলে দিন। (হায়দারাবাদ থেকে প্রশ্ন)

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! বর্তমানে শিশু অপহরন অব্যহত রয়েছে। **আল্লাহ পাক** দয়া করো, জানিনা শিশুদের কেন অপহরন করা

www.dawateislami.net

হচ্ছে। আমাকে অডিও বার্তার (Audio Message) মাধ্যমে এক ইসলামী ভাই জানালো, সম্প্রতি যমযম নগরে (হায়দারাবাদ) এক ছয় বছরের শিশুকে অপহরন করা হয়েছে অতঃপর পরদিন তার লাশ বস্তাবন্দি টুকরো টুকরো অবস্থায় একটি ডাস্টবিনে পাওয়া গেলো। বেচারা ছয় বছরের শিশুকে এভাবে নির্দয়ভাবে শহীদ করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় তা বুঝে আসে না। সাধারণত শত্রুতা ও বংশীয় সমস্যার কারণে মানুষ এরূপ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। এরূপ ঘটনা বেচারা শিশুর মা-বাবার জন্য খুবই বেদনাদায়ক, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে ধৈর্য দান করুক। এভাবে মুক্তিপণের টাকার জন্য কারো শিশুকে নিয়ে যায় তখন তার পুরো পরিবার, আত্মীয় স্বজন সবার ঘুম চলে যায়! স্পষ্টত শিশুদের অপহরনকরীরা মাদানী চ্যানেল দেখে না, কেননা যদি দেখতো তবে এরূপ কাজ করতো না। শিশুদের অপহরন করে মানুষকে কষ্ট প্রদানকারীদের **আল্লাহ পাক** হেদায়াত নসীব করো আর হায়! যদি তাদের এটা ভাবার তৌফিক অর্জিত হয়ে যায় যে, শিশু অপহরন করা গুনাহের কাজ আর তাদেরকে অতিশীঘ্রই মৃতু বরণ করতে হবে।

www.dawateislami.net

শিশুদের একা ছেড়ে দিবেন না

শিশুদের নিরাপত্তার জন্য একটি সতর্কতামুলক ব্যবস্থা হলো যে, শিশুদের একা না ছাড়া ও আসা যাওয়াতে তাদের সাথে বড় কেউ না কেউ অবশ্যই থাকা, কেননা একা অবস্থায় নিঃসন্দেহে তাদের অপহরন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবং বড় কারো সাথে থাকা অবস্থায় সম্ভাবনা কমে যাবে। তাছাড়া শিশুকে এরূপ প্রশিক্ষণ দেয়া যে, তাদেরকে যখন কেউ ধরতে চায় তখন যেনো তারা কান্নাকাটি এবং চিৎকার শুরু করে দেয়, যাতে অপহরনকারী এই ভয়ে পালিয়ে যায় যে, লোক জড়ো হয়ে তাদেরকে ধরে ফেলবে। শিশুদের এই মানসিকতাও দিন যে, কেউ যতই লোভ দেখাক, টফি এবং খেলনা দেখাক না কিন্তু তারা যেনো তাদের সাথে না যায়। আমাকে শুরু থেকেই এমনই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো যে, কেউ যদি পয়সা বা অন্য কোন জিনিস দেয় বরং আমার আম্মাজান তো এতটুকু বলে দিতো যে, যদি কেউ স্বর্ণের ভান্ডারও তোমার সামনে রেখে দেয়, তবুও তার কাছে যাবে না।

www.dawateislami.net

শিশুদের নিরাপত্তার ওযীফা

শিশুদের নিরাপত্তার ওযীফা হলো, আগে পরে একবার দরূদ শরীফ ও এগারোবার "يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ" পাঠ করে যদি শিশুর উপর ফুঁক দেয়া হয় তবে নিরাপত্তার বেষ্টনী হয়ে যাবে এবং اِنْ شَآءَ الله কেউ তাকে অপহরন করতে পারবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه রূহানী চিকিৎসা মজলিশের অধিনে দেশ বিদেশে অসংখ্য বরং হাজারো স্টল রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায়ও স্টল রয়েছে, অতএব আত্তারী ওযীফার স্টল থেকে নিরাপত্তার তাবিয সংগ্রহ করে শিশুদের পরিয়ে দিন, যাতে যদি কেউ তাদের অপহরন করতে চায় তবে তখন যেনো তার চিৎকার করা স্মরণে এসে যায় এবং সে চিৎকার করা শুরু করে দেয় বা **আল্লাহ পাক** তার নিরাপত্তার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিবেন এবং অপহরনকারী তাকে দেখে পালিয়ে যাবে কিংবা অপহরন করার জন্য যখন সে শিশুটির দিকে হাত বাড়াবে তখন তার উপর আতঙ্ক বিরাজ করবে আর সে পালিয়ে যাবে, আর তাবিযের বরকতে **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে এধরনের উপায় সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে এবং এভাবে তাবিযের মাধ্যমে শিশুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে।

www.dawateislami.net

বড়দের নিরাপত্তার ওযীফা

বড়দের জন্য নিরাপত্তার ওযীফা হলো, যখন অযু করবে তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় একবার "يَا قَادِرُ" পাঠ করে নিবে, যেমন; যখন অযু শুরু করবে তখন ডান ও বাম হাত ধৌত করার সময় একবার "يَا قَادِرُ" পাঠ করে নিন, অনুরূপভাবে একবার কুলি করার পর দ্বিতীয়বার কুলি করার পূর্বে একবার "يَا قَادِرُ" পাঠ করে নিন, অতঃপর যখন একবার নাকে পানি দিয়ে দিবেন তখন একটু বিরতী নিন এবং একবার "يَا قَادِرُ" পাঠ করে আরো দু'বার নাকে পানি দিন। এভাবেই প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় এবং মাসেহ করার সময় একবার "يَا قَادِرُ" পাঠ করে নিন, এর পাশাপাশি দোয়াও পাঠ করা যেতে পারে কিন্তু দোয়ার স্থলে দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম, সুতরাং দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন। যদি মানুষ এভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং ওযীফা সমূহ পাঠ করে তবে اِنْ شَآءَ الله অবস্থার উন্নতি হবে।

বেসিনে অযু করার সময় "يَا قَادِرُ" পাঠ করা কেমন?

প্রশ্ন: ওয়াশরুমের বেসিনে অযু করার সময়ও কি "يَا قَادِرُ" পাঠ করতে পারবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: বর্তমানে সম্পদশালী লোকের বাড়িতে সুযোগ সুবিধার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকে এবং সুন্দর ডেকোরেশন করে থাকে। অনুরূপভাবে মধ্যবিত্ত মানুষের ও যারা শুধু নামে গরীব হয়ে থাকে তাদের বাড়িও ডেকোরেশন এবং সজ্জিত থাকে কিন্তু অযুখানা থাকে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের মধ্যেও কারো কারো বাড়িতে অযুখানার ব্যবস্থা হয়ে থাকে অথচ বাড়িতে অযুখানা বানানোর জন্য প্রায় উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং নির্দেশনার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত "অযুর পদ্ধতি" নামক পুস্তিকায় অযুখানার নকশাও (চিত্র) ছাপানো হয়েছে। সাধারণত বাড়িতে বেসিনে অযু করা হয় আর বেসিন ওয়াশরুমের সাথেই বানানো হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! যদি বেসিন ওয়াশরুমের সাথেই বানানো হয় তবে অযু করার সময় "يَا قَادِرُ" এবং অযু করার পূর্বে "بِسْمِ اللّٰهِ" পাঠ করা যাবে না। যেহেতু অযুর পূর্বে "بِسْمِ اللّٰهِ" পাঠ করা মুস্তাহাব এবং শুধু **আল্লাহ পাকে**র নাম নেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (বাহরুর রায়েক, ১/৩৯) তাই ওয়াশরুমে লাগানো বেসিনে অযু করার কারণে যদি তা ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস গড়ে নেয় তবে গুনাহগার

www.dawateislami.net

হয়ে যাবে, সুতরাং এমতাবস্থায় "بِسۡمِ اللّٰهِ" পাঠ করার জন্য ওয়াশরুম থেকে বাইরে বের হওয়া জরুরী হয়ে যাবে।

W.C ও বেসিন উভয় আলাদা আলাদা করে নিন

যদি ওয়াশরুমের জায়গা বড় হয় তবে W.C বা কমোডকে (Commode) এমনভাবে স্লাইডিং ডোর বা গ্লাস লাগিয়ে নিন যাতে দেখতে আলাদা লাগে, আর এমতাবস্থায় বেসিনে অযু করার সময় "يَا قَادِرُ" এবং "بِسۡمِ اللّٰهِ" পাঠ করাতে সমস্যা নাই। মনে রাখবেন! শুধু প্লাস্টিকের পর্দা লাগিয়ে W.C বা কমোডকে আলাদা করাতে কাজ হবে না বরং এর জন্য কোন সলিড বস্তু যেমন; কাঠ, সিমেন্ট, এ্যলুমোনিয়াম বা হার্ডবোর্ডের দেয়াল লাগিয়ে আলাদা করা জরুরী। আমি আমার বাড়ির ওয়াশরুমে ও ফয়যানে মদীনায় আমার ব্যবহারের ওয়াশরুমে W.C কে এভাবে আলাদা করে নিয়েছি। আমার মাঝে মাঝে যখন কোটিপতির বাড়িতে যেতে হয় তখন অযু করাতে মজা পাই না, কেননা বেসিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অযু করতে হয়। যাদের বাড়িতে বেসিনে অযু করতে হয়, হয়তো তাদের বাড়িতে বৃদ্ধ থাকে না, অথবা বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অযু করে থাকে, যার কারণে বেচারাদের

পায়ে ব্যথা হয়ে যায় আর অনেক সময় হয়তো তারা পড়েও যায়। স্মরণ রাখবেন, যখন বৃদ্ধ লোক পড়ে যায় তখন যদি তার কোন স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত লাগে বা হাঁড় ভেঙ্গে যায় তবে তিনি আর উঠতে পারেন না বরং তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয় অতঃপর বেচারাকে কষ্ট নিয়ে জীবনের বাকী সময় অতিবাহিত করতে হয়, কেননা দূর্বল হওয়ার কারণে হাঁড় সহজে জোড়া লাগে না। বর্তমানে বাড়িতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা, সুইমিং পুল এবং হাউজ বানায় কিন্তু অযুখানার জন্য তাদের কাছে দু'গজ জায়গা থাকে না। নিজের বাড়িতে এমন জায়গায়, যেখানে অযু করাতে অলসতা নয় সেখানে মসজিদের অযুখানার ন্যায় একটি অযুখানা বানান এবং এতে একটি বা দু'টি নল লাগান اِنْ شَآءَ الله অযু করাতে অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। যদি এই নিয়্যতে নিজের বাড়িতে অযুখানা বানানো হয় যে, **আল্লাহ পাকের** নাম নেয়া যাবে, দরূদে পাক পাঠ করতে পারবে এবং "يَا قَادِرُ" পাঠ করতে পারবে তখন এই অযুখানা বানানোও ইবাদত হয়ে যাবে। অযুখানা কিভাবে বানাবেন, এর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনা থেকে "অযুর পদ্ধতি" নামক পুস্তিকা সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করুন, এই পুস্তিকায় অযুখানা

www.dawateislami.net

বানানোর মাদানী ফুল এবং চিত্রও দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে অযুখানা বানাতে হবে।

কাটুন বিশিষ্ট সেন্ডেল পরিধান করা কেমন?

প্রশ্নঃ বর্তমানে শিশুরা কাটুন বিশিষ্ট সেন্ডেল এবং টোন বিশিষ্ট খেলনা নেয়ার জন্য জিদ করে থাকে আর আমরা বড়দের থেকে শুনেছি যে, কাটুন বিশিষ্ট কোন জিনিস বাড়িতে রাখা উচিৎ নয়, এব্যাপারে শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তরঃ যেই কাটুন কোন প্রাণীর তথা এমন কোন জীবিত মানুষ বা প্রানীর আকৃতি প্রদান করে যা পাওয়া যায় তবে এরূপ কাটুন বানানো নাজায়িয এবং নিষেধ, কেননা তা ছবির বিধানের আওতাধীন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/২৬৬, ৪৪৮৯নং হাদীসের পাদটিকা) আর রইলো ছবিযুক্ত জুতার ব্যাপার! জুতায় যেমনই ছবি হোক, হোক তা কোন মানুষের, তবুও যদি শিশুরা সেই জুতা পরিধান করে তবে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, কেননা জুতা হলো অপদস্ততার স্থান, এতে বিদ্যমান ছবি রহমতের ফিরিশতার জন্য প্রতিবন্ধক নয় আর নামাযে এর জন্য কোন সমস্যা হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৯, ৩য় অংশ) তবে জুতায় প্রাণীর ছবি যারা আঁকে তারা গুনাহগার হবে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/২৬৬,

www.dawateislami.net

৪৪৮৯নং হাদীসের পাদটিকা) জায়িয খেলনা দ্বারা খেলা যাবে, কিন্তু তা অপমানের স্থানে রাখতে হবে। অনেকে খেলনার জন্য বাড়িতে শোকেইস বা তাক বানায় আর তাতে এমন ছবিযুক্ত খেলনা রাখে যা প্রানীর আকৃতি প্রদান করে, এব্যাপারে শাস্তির বার্তা রয়েছে এবং এর কারণে রহমতের ফিরিশতা ঘরে প্রবেশ করে না। (বুখারী, ২/৩৮৫, হাদীস ৩২২৫) তবে এরূপ খেলনা যদি এদিক সেদিক পড়ে থাকে এবং পায়ের সাথে লাগতে থাকে তবে নিষেধাজ্ঞা নেই।

শিশুদের সাথে নম্র আচরণ করুন

প্রশ্নঃ খেলাধুলাকারী ছোট শিশুদের কি পিতামাতার খেদমত করা উচিৎ? (একটি ছোট্ট শিশুর প্রশ্ন)

উত্তরঃ ছোট্ট শিশুদেরও পিতামাতার খেদমত করা উচিৎ, এখন থেকেই খেদমত করলে তবে বড় হয়ও করবে, তাছাড়া এতে পিতামাতার দোয়া পাওয়া যাবে এবং তারা খুশিও হবে। তবে পিতামাতার উচিৎ, সন্তানের ক্ষমতা ও সাহস অনুযায়ী খেদমত নেয়া, এত খেদমত না নেয়া যে, সন্তানের উপর বোঝা হয়ে যায়ে এবং তারা ক্লান্ত হয়ে যায়। যখন সন্তান খেদমত করবে তখন পিতামাতার উচিৎ, তাদের

www.dawateislami.net

মনতুষ্ট করা এবং উৎসাহ প্রদান করা, মনতুষ্টি সাওয়াবের কাজ এবং উৎসাহ প্রদান করা শিশুদের পুরস্কার। মনতুষ্টির দুনিয়াবী উপকারীতা হলো যে, সন্তান বেশি কাজ করবে এবং আনন্দচিত্তে করবে। যতক্ষণ সন্তানকে উৎসাহ প্রদান করা হবে না, সে উন্নতি করতে পারবে না। যদি সন্তানকে বাঁধা দিতে থাকেন এবং আপত্তি করতে থাকেন তবে সে মন ভেঙ্গে বসে থাকবে। সন্তান যদি কখনো অনেক ভাল কোন কাজ করে তবে তাকে পুরস্কারও দেয়া উচিৎ এবং দোয়াও করা উচিৎ, এমন যেনো না হয় যে, সর্বদা সন্তানকে অভিশাপ ও মারতে থাকবে, কেননা যদি কবুলিয়্যতের মুহুর্ত হয় এবং সেই বদদোয়া কবুল হয়ে যায় তবে আপনাকেই কাঁদতে হবে। যেই পিতামাতা সর্বদা নিজের সন্তানকে ধমকাতে থাকে তাদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের কমতি হয়ে থাকে। মা সন্তানের পিতাকে বলতে থাকে যে, "তুমি একে মাথায় তুলে রেখেছো, তাকে কিছু বলো না, একে মারো না, তাকে মারো, বাবার একটা প্রভাব থাকে, কঠোরতা করো।" যদি আপনি এরূপ কথায় এসে যান তবে সন্তান ভবিষ্যতে এমন অবাধ্য হয়ে যাবে যে, বড় হয়ে পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমের (Old House) পথ দেখাবে। পিতামাতার নিজের কল্যাণ এতেই

www.dawateislami.net

যে, নম্রতা অবলম্বন করা এবং আদর করা, ঠিক আছে যে, প্রয়োজনে শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে কঠোরতাও করা যেতে পারে, কিন্তু কথায় কথায় ধমক দেয়া এবং বাধা দেয়া ঠিক নয় বরং ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

শিশুরা জিদ কেন করে?

প্রশ্নঃ ছোট্ট শিশুরা অনেকে জেদী হয়ে থাকে, তাদের এমন প্রশিক্ষণ কিভাবে দেয়া যায় যে, তারা জেদী না হয় এবং যখন তারা জিদ করে তখন এমন কি করা যায় যে, তারা জিদ করা থেকে বিরত হয়ে যাবে? তাছাড়া শিশুদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তরঃ যদি তারা জিদ না করে তবে তাদেরকে শিশু কে বলবে? শিশুরা কিছু না কিছু জিদ তো করবেই, তা থেকে বড়দের শিখা উচিৎ, যেনো তারা জিদ করে নিজের ব্যাপারে জানাচ্ছে যে, আমি হলাম শিশু কিন্তু আপনি শিশু নন, অতএব আপনি জিদ করবেন না। অর্থাৎ জিদ করা শিশুদেরই কাজ, বড়দের কাজ নয়।

শিশুদের স্থায়ীভাবে জেদী হয়ে যাওয়ার কারণ হলো যে, পিতামাতা শুরু থেকেই তাদের সকল জিদ পূরণ করে

www.dawateislami.net

থাকে, তখন শিশু বড় হয়েও সেই অভ্যাসে লিপ্ত থাকে। প্রথম প্রথম শিশুদের অনেক ভাল লাগে, যা চায় তার চেয়ে বেশি এনে দেয়া হয় কিন্তু কিছুটা বড় হওয়ার পর তার সকল জিদ পূরণ করা হয়না, এভাবে শিশুর মনে এই বিষয়টি বসে যায় যে, প্রথমে যা চাইতাম পেয়ে যেতাম কিন্তু এখন আমার চাহিদা পূরণ করা হয় না, এভাবে সে জিদ শুরু করে দেয়। অনেক সময় আসলেই অযথা জিদ করে থাকে কিন্তু কখনোই এর সমাধান এটা নয় যে, শিশুকে মারপিট শুরু করে দিবে বরং এর প্রতিকার হলো, সন্তানের জিদ পূরণ করা ছেড়ে দিন, ধীরে ধীরে তাদের অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। এতে এটাও যেনো না হয় যে, হঠাৎ করেই সবকিছুই দেয়া বন্ধ করে দিলেন বরং মাঝে মাঝে জিদ পূরণ করে দিন, অন্যথায় সন্তান অবাধ্য ও পিতামাতার প্রতি বিরক্ত হয়ে যাবে, তার মানসিকতায় অনুভুহীনভাবে এই বিষয়টি বসে যাবে যে, আমার পিতামাতা আমার প্রতি অত্যাচার করছে। এমনও সন্তান হয়ে থাকে, যারা বড় হয়ে বলতে শুনা যায় যে, আমি আমার পিতামাতার ভালবাসা পাইনি! উত্তম হলো: কৌশলে নিজের সন্তানের জেদী স্বভাব দূর করা। মনে রাখবেন! এই অভ্যাস হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যাবে না। কিছু কিছু পিতামাতা

www.dawateislami.net

নিজের সন্তানের সাথে খুবই অন্যায় আচরন করে থাকে, তাদেরকে কথায় কথায় ধমকায় বরং মারেও, তাদের কোন জিদ পূরন করে না, তাদের চাহিদাকৃত বস্তু দেয় না, খরচ করে কিন্তু সন্তানের বলাতে করে না, নিজের যা মনে চায় করে, এভাবে সন্তান নিজের পিতামাতার অবাধ্য হয়ে যায়, অতঃপর বেচারা অবাধ্যতার পর্যবসিত হয়ে নিজের আখিরাত নষ্ট করে বসে।

সন্তানের জিদ দূর করার রূহানী চিকিৎসা

সন্তান যদি জিদ করে ও পিতামাতার মধ্যে কেউ বিশুদ্ধ কুরআনে পাক পাঠ করতে পারে তবে প্রতিদিন একবার বা তিনবার করে সূরা ফালাক ও সূরা নাস আগে পরে একবার বা তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করে সন্তানের উপর ফুঁক দিন اِنْ شَآءَ الله সফলতা লাভ হবে।

হাও ও বাউ কে?

প্রশ্নঃ বড়রা অনেক সময় শিশুদের ভয় দেখানোর জন্য বলে যে, "হাউ আসবে, বাউ আসবে, বা হাউ! একে নিয়ে যাও" এই হাউ ও বাউ কে? যা দেখাও যায় না এবং শিশুরা এদের ভয়ও পায়। (মুহাম্মদ দানিয়াল আত্তারী। মাদরাসাতুল মদীনা, কৌরঙ্গির শিক্ষার্থী)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ এই হাউ ও বাউ হলো কাল্পনিক নাম, এদের কোন অস্থিত্ব নেই। শিশুদের এরূপ যে, "বাউ এসে যাবে, তোমাকে নিয়ে যাবে বা তোমাকে ফকির নিয়ে যাবে, দেখো বাউ" অনেক সময় মিথ্যাও হয়ে থাকে এবং পিতামাতার আমলনামায় গুনাহ লেখা হয়ে যায়। (আবু দাউদ, ৪/৩৮৭, হাদীস ৪৯৯১) তাছাড়া এর ক্ষতি হলো যে, শিশু ভীত হয়ে যায় এবং তাদের মনে ভয় বসে যায়। অতঃপর ফজরের নামাযের জন্য অন্ধকারে বের হতেও ভয় পায়। শিশুদের বাহাদুর বানানো উচিৎ, ভীত বানানো উচিৎ নয়। অনেক সময় পিতামাতা সন্তানকে বলে যে, "তোমাকে খেলনা এনে দিবো, বিস্কিট দিবো, চকলেট দিবো, এটা দিবো আর ওটা দিবো" আর নিয়্যত হলো যে, "শুধু তো তাকে আনন্দ দিচ্ছি, এনে দিবো না।" এভাবে মিথ্যা বলা উচিৎ নয়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে সত্যবাদী বানিয়ে দাও।

বিনা অনুমতিতে আব্বুর মোটর সাইকেল চালানো কেমন?

প্রশ্নঃ অনেক ছেলে না জানিয়ে নিজের আব্বুর মোটর সাইকেল চালিয়ে থাকে এবং চুপচাপ এনে রেখে দেয়, এরূপ

www.dawateislami.net

করা কেমন? (মুহাম্মদ তালহা আত্তারী, হিফয বিভাগ, মাদরাসাতুল মদীনা, আযীযাবাদের শিক্ষার্থী)

উত্তরঃ এতে তিনটি ভুল দেখা যাচ্ছে। একটিতো আব্বার অনুমতি ব্যতীত মোটর সাইকেল নেয়া, স্পষ্টত এতে তার সন্তুষ্টি থাকবে না আর তিনি জানলে অসন্তুষ্টও হবেন। দ্বিতীয় ভুল হলো, লাইসেন্স বিহীন গাড়ি চালানো, আর তৃতীয় ভুল হলো, ছোট্ট বয়সে গাড়ি চালানো, কেননা ১৮ বছরের কম বয়সে গাড়ি চালানো নিষেধ, এক্সিডেন্টের বেশি সম্ভাবনা থাকে এবং ১৮ বছরের কম বয়সে ছেলেদের লাইসেন্সও হয়না। বিনা অনুমতিতে তা-ও ছোট্ট বয়সে গাড়ি চালানো উচিত নয়, কেননা এতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনাও রয়েছে এবং গাড়িও নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যাতে আব্বুর ক্ষতি হবে। যদি কাউকে ধাক্কা মেরে দেয় বা কারো ক্ষতি করে দিলে তবে মামলা হয়ে যাবে এবং অনেক জায়গায় তো শিশুদেরও জেল রয়েছে, এরূপ করার পর শিশু তো ছাড় পেতে পারে না এবং তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর আম্মা, আব্বা এবং বংশের লোকেরা কষ্টে পড়বে, কান্নাকাটি করাতেও কোন উপকার হবে না এবং জেল থেকে যেতে দেবে না। এসকল বিষয়ে জানিনা কত টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাবে, এই জন্যই

www.dawateislami.net

অনেক সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে এবং দেশ ও শরীয়াতের আইনও ছাড়া যাবে না।

শিশুদেরও কি অন্যদের সালাম করা উচিৎ

প্রশ্নঃ অনেক শিশু সালাম করতে লজ্জা পায়, আমাদের কাকে কাকে সালাম করা উচিৎ? (ছোট্ট শিশু সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্বাস আত্তারী)

উত্তরঃ শিশুদেরও সালাম করা উচিৎ, যাতে অভ্যাস হয়ে যায়। যত বড় রয়েছে যেমন; আম্মু, আব্বু, বোন, ভাই, চাচা, আঙ্কেল, আন্টি এবং প্রতিবেশি বরং সকল মুসলমান, তাদের সাথে সামনা সামনি হয়ে গেলে বা সুযোগ হলে সালাম করা উচিত। কেউ ঘরে আসলে তবে সালাম করবে, কারো ঘরে গেলে তবে সালাম করবে। এখন থেকেই অভ্যাস করলে তবে اِنْ شَآءَ الله ভবিষ্যতে এই অভ্যাস কজে আসবে।

****

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন:

শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদেরকে ভালবাসা দিন।

(১৫ই রমযানুল মোবারক ১৪৪২ হিজরি)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net